ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀ প্রথম ভারতীয় পেসার হিসেবে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে বুমরাহ

পৃঃ ৫

পাল্টে গেলো 'রামচন্দ্র' রণবীরের সীতা? ▶

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৪২ ● কলকাতা ● ২৮ মাঘ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সন্দেশখালির ঘটনায়

এবার কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জেলা তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য শিবু হাজরার ৩ টি পোল্ট্রি ফার্মে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। একটি বাচ্চাদের কিন্ডারগার্টেন স্কুলে তান্ডব চালায় দুষ্কৃতীরা। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রাজ্য পুলিশের ডিআইজি বারাসত রেঞ্জ সুমিত কুমার।এদিকে সন্দেশখালিতে শুক্রবার দুপুরে অস্ত্র হাতে বহিরাগতদের দাপাদাপি করতে দেখা যায়। শুক্রবার বিকেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামের মানুষজন। গ্রামের মানুষদের দাবি যাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। এদিকে বারাসতের ডিআইজি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যারা মদত দিচ্ছেন, গ্রামবাসীদের ক্ষিপ্ত করছেন, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। এদিকে, জেলিয়াখালীতে সাধারণ মানুষের জমি জোর করে দখল করে তাতে পোল্ট্রি ফার্ম করেছিল বলে অভিযোগ তৃণমূল নেতা শিবপ্রসাদ হাজরার বিরুদ্ধে। বুধবারের পর ফের শুক্রবার সকাল থেকে সেই সব জমি দখলের নামল গ্রামবাসীরা।

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যসভা ভোটের প্রার্থিতালিকা

ঘোষণা করে দিল তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যসভা নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থিতালিকা ঘোষণা করে দিলেন তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। রবিবার তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডলে প্রার্থীদের নাম জানানো হয়েছে। এই তালিকায় স্থান পাননি রাজ্যসভার পুরোনো তিন জন সাংসদ। শুধুমাত্র নাদিমুল হককেই আবার জায়গা দেওয়া হয়েছে প্রার্থিতালিকায়। এই নিয়ে তিন বার তিনি তৃণমূলের হয়ে রাজ্যসভায় যাবেন। সুস্মিতা আবার তৃণমূলের হয়েই রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। ২০২১ সালে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলে, তাঁকে মানস ভুঁইয়া ছেড়ে দেওয়া রাজ্যসভা আসনে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। দেড় বছর সংসদের উচ্চকক্ষে ভাল কাজও করেছিলেন সুস্মিতা। কিন্তু গত বছর তাঁর আসনে মেয়াদ শেষ হলে সুস্মিতাকে আর রাজ্যসভায় পাঠাননি মমতা। তৃণমূলের একাংশের ব্যাখ্যা ছিল, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে অসমের শিলচর থেকে তৃণমূল প্রার্থী হতে পারেন প্রয়াত সন্তোষ মোহন দেবের কন্যা। কিন্তু মাত্র এক বছরের ব্যবধানেই আবারও তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তৃণমূল নেত্রী।অন্য তিন জন প্রার্থী হলেন প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব, মতুয়া মহাসংঘের সঙ্ঘাধিপতি প্রাক্তন সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর এবং সাংবাদিক সাগরিকা ঘোষ। পুরোনোদের মধ্যে রাজ্যসভায় মনোনয়ন পাননি দক্ষিণ ২৪

এরপর ৩ পাতায়

একসঙ্গে বাংলায় আসতে পারেন

মোদী, অমিত শাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু হতেই শাসক - বিরোধী, উভয় পক্ষের কর্মসূচি শুরু হয়ে গেছে জোরালোভাবে। বাংলাতেও এর অন্যথা নেই। শাসকদল তৃণমূলকে ধরাশায়ী করার উদ্দেশে সবরকম কৌশল খাটাতে প্রস্তুত রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল, তথা কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপি । এই উদ্যোগে দ্বিগুণ শক্তি জোগাতে একযোগে বাংলায় আসতে পারেন নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ ।তবে, শুধুমাত্র নরেন্দ্র মোদী নন, পদ্ম শিবিরের সেকেন্ড ইন কমান্ড তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও পশ্চিমবঙ্গে আসছে বিজেপির রণনীতি ঠিক করে দেওয়ার লক্ষ্যে। ২৯ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে আসছেন অমিত শাহ । সূত্রের খবর, কলকাতা কৃষ্ণনগর সহ বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।

সূত্রের খবর, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলেই পশ্চিমবঙ্গে আসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এখানে একাধিক কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করতে পারেন তিনি । বিজেপির হয়ে একাধিক জনসভা করারও পরিকল্পনা রয়েছে।

সামনেই লোকসভা নির্বাচন , সেজন্য শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রবল শক্তি নিয়ে ভোটের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় গেরুয়া শিবির। দলের প্রধান দলপতি নরেন্দ্র মোদী বাংলায় এলে পদ্ম শিবিরে ব্যাপকভাবে সাড়া পড়ে যাবে সমস্ত স্তরের কর্মী - সমর্থকদের মধ্যে। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। চলবে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

পাকিস্তানে প্রায় ৬০ ঘণ্টা পরে

শেষ হল ভোটগণনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় ৬০ ঘণ্টা পরে রবিবার দুপুরে পাকিস্তানে ভোটগণনা শেষ হওয়ার কথা জানাল সে দেশের নির্বাচন কমিশন। ভোটগণনা শেষ হলেও কে বা কারা পাকিস্তানের পরবর্তী সরকারের নেতৃত্ব দিতে চলেছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ২৬৪টি আসনে গণনা শেষ হয়ে গেলেও কোনও দলই একক ভাবে 'জাদুসংখ্যা' ছুঁতে পারেনি। অন্য দিকে, অতীতে দু'বার সেনার 'হাতযশে' ক্ষমতা খোয়ানো নওয়াজই এ বার 'সেনার বাজি' বলে জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে। আপাত ভাবে মনে করা হয়েছিল, নির্বিঘ্নেই জয় হাসিল করবেন নওয়াজ। কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। বরং দলীয় প্রতীক না পেয়ে নির্দল হয়ে লড়েই চমক দেখান ইমরানের দলের 'নির্দলেরা'। প্রতীক না পাওয়ার নেপথ্যে যে কারণ, তা হল, পাক নির্বাচন কমিশনের তরফে দাবি করা

এরপর ৩ পাতায়

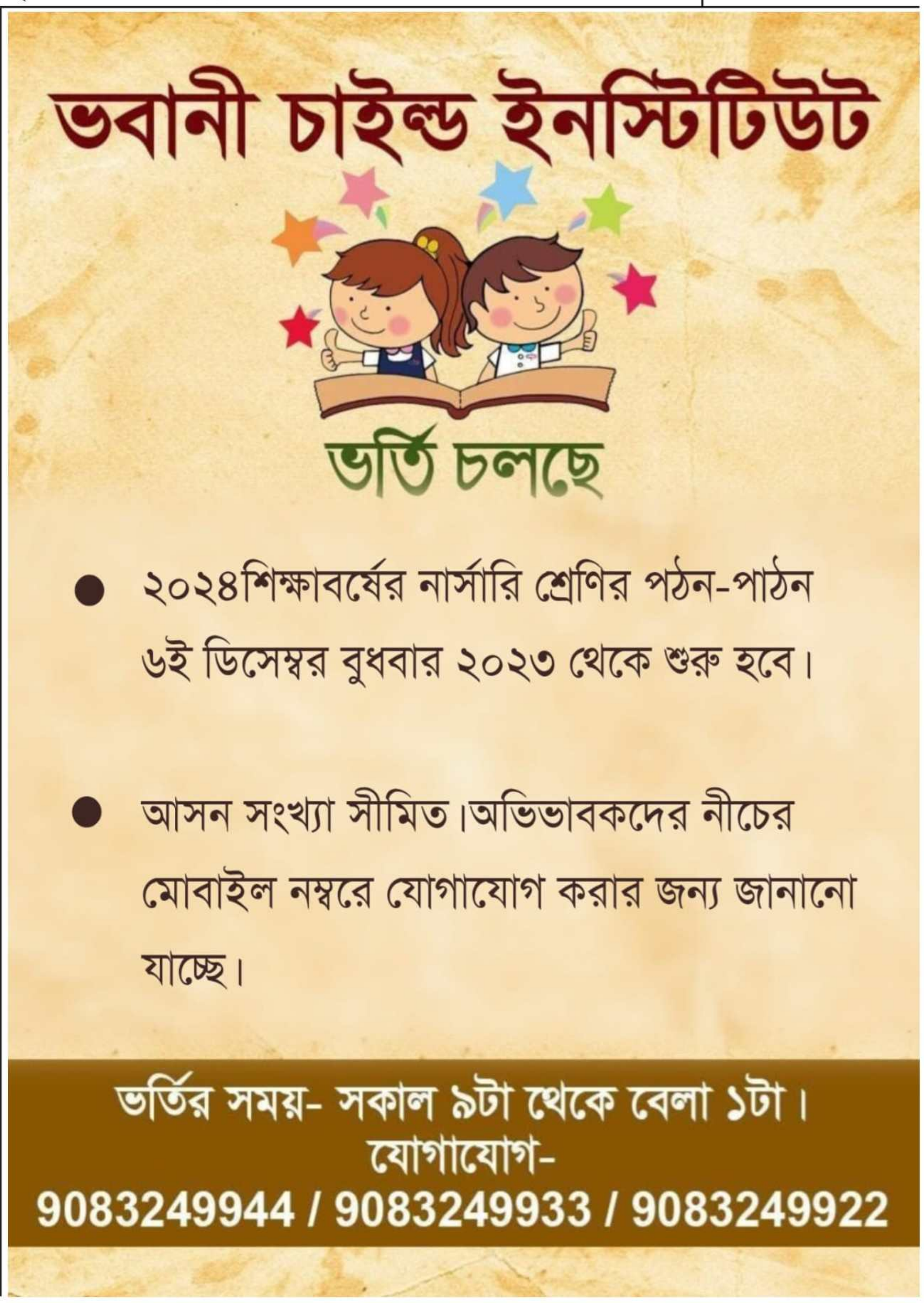

শুভেন্দুর জেলার তৃণমূল বিধায়ককে

নোটিস ধরাল আয়কর দফতর

দক্ষিণ ২৪ পরগণা,১১ ফেব্রুয়ারী : নিউজ সারাদিন : শ্রীকৃষ্ণকে 'অসুর' বলা কীর্তনীয়া দিনকৃষ্ণকে বেদম পেটালো দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগরের বাসিন্দারা । ওই কীর্তনীয়াকে মারধরের ভিডিও ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে । ভিডিওতে দিনকৃষ্ণকে চূড়ান্ত হেনস্তা করতে দেখা যায় ।ওই বিতর্কিত কীর্তনীয়ার মার ধরে খুশি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু যুব মহাজোটও । সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সভাপতি গৌতম হালদার প্রান্ত লিখেছেন, 'পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে কটুক্তি!!! ঘুমন্ত হিন্দুরা জেগে উঠেছে এই ভিডিওটি তার জলন্ত প্রমাণৃ.। উল্লেখ্য, দিনকৃষ্ণ ঠাকুর নামের এই মূর্খ সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং বিভিন্ন কীর্ত্তন অনুষ্ঠানে আমাদের দেব-দেবী নিয়ে উল্টোপাল্টা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য সহ পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যা করতো! এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সনাতনীরা ব্যাপক প্রতিবাদ করছে! কিন্তু আজকে কলকাতার জয়নগর নামক একটি স্থানে সনাতনী সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ জনতা একত্রিত হয়ে গণধোলাই দিয়েছে! তারপর কোলকাতা পুলিশ এসে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। এভাবেই ভন্ড ধর্মব্যবসায়ীদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হোক । জয় শ্রী রাম।' এক পুলিশকর্মীকে দিনকৃষ্ণর গেঞ্জি টেনে ধরে টানতে নিয়ে চলে যেতে দেখা যায় । ক্ষিপ্ত জনতা কীর্তনীয়ার উদ্দেশ্যে অস্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে । সোশ্যাল মিডিয়ার দাবি করা হচ্ছে যে কীর্তনীয়াকে গ্রেফতার করেছে জয়নগর থানার পুলিশ ।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সূত্রের খবর,প্রহৃত কীর্তনীয়ার আসল নাম রাজু নস্কর । তার বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাড়ি বকুলতলা থানা এলাকায় ।রাজু যৌবনে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং তার উদ্দেশ্য হিন্দুদেরকে বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত করা বলে অভিযোগ তুলেছেন কেউ কেউ । জানা গেছে, রাজু নস্কর যৌবনে তার নাম পালটে 'দিনকৃষ্ণ ঠাকুর' রেখে জেলায় জেলায় কীর্তন করতে শুরু করেন । কীর্তনের মাঝে মূলত হিন্দু দেব-দেবীদের আক্রমণ করাই ছিল তার লক্ষ্য । দেবী দুর্গার বিরুদ্ধে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করতে শোনা গেছে তাকে । এমনকি একটি সংকীর্তন আর আসরে তাকে বলতে শোনা যায় যে 'কৃষ্ণ দেবতা নয়, কৃষ্ণ হল অসুর । সেই অসুরকে ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে দেবতা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে ।'

জানা গেছে, শনিবার জয়নগর বুড়োরঘাটে হরিনাম সংকীর্তনের আসরে গিয়েছিলেন রাজু নস্কর ওরফে দিনকৃষ্ণ ঠাকুর। সেই সময় ফের হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করলে একটি হিন্দু সংগঠনের লোকজন তাকে ঘিরে ধরে । অভিযুক্ত কীর্তনীয়াকে চূড়ান্ত হেনস্তা করা হয় । খবর পেয়ে জয়নগর থানার এক পুলিশ কর্মী তাকে কোনোভাবে উদ্ধার করে ভিড়ের মধ্য থেকে টানতে টানতে নিয়ে চলে যায় ।

এদিকে ওই কীর্তনীয়ার এই প্রকার হেনস্তায় অনেকে খুশি প্রকাশ করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় । সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী নামে একজন ফেসবুক ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে দিনকৃষ্ণ ঠাকুর নামে একটা ভন্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় কীর্ত্তন অনুষ্ঠানে হিন্দু দেবীদের নিয়ে উল্টোপাল্টা মন্তব্য এবং ধর্মীয় গ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যা করত। দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করার পর আজ জয়নগরে দিনঠাকুরকে সকল হিন্দুরা একত্রিত হয়ে একটু সেঁকে দিয়েছে। ধন্যবাদ জয়নগর।'বিপুল সরকার লিখেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে দিনকৃষ্ণ ঠাকুর নামে একটা ভন্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় কীর্ত্তন অনুষ্ঠানে হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে উল্টোপাল্টা মন্তব্য এবং ধর্মীয় গ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যা করত। দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করার পর আজ জয়নগরে দিনকৃষ্ণ ঠাকুরকে সকল হিন্দুরা একত্রিত হয়ে একটু সেঁকে দিয়েছে। ধন্যবাদ জয়নগর । জয় শ্রী কৃষ্ণ । জয় শ্রী রাম । হর হর মহাদেব ।'

একজন ব্যবহারকারী মারধরের ভিডিওটি শেয়ার করে লিখেছেন,'এই সেই দিনকৃষ্ণ ঠাকুর যার আসল নাম (সূর্য নস্কর)। যে হিন্দু সনাতন ধর্মের দেব দেবী কে অপমান করে, আমাদের হিন্দু ধর্মের কলঙ্ক । তাকে আজ বাড়ি থেকে আটক করল আমাদের রামসেনা কমেটি । তাকে আমাদের জয়নগর থানার হাতে তুলে দেওয়া হল। সমস্ত হিন্দু ধর্মের মানুষ কে এরকম ভণ্ড দের থেকে সাবধানে থাকুন। রাধে রাধে ।'

সন্দেশখালিতে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে

গ্রেফতার বিজেপি নেতা, আটক প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শনিবার সকালে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ উত্তম সর্দারকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল। এরপর বিকেলেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরই মধ্যে সন্দেশখালিতে নতুন 'টুইস্ট'। শনিবার রাতে এক বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি বিকাশ সিং-কে গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার থেকে সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। বন্ধ করা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবাও। চারিদিকে থমথমে পরিবেশ। আরেক তৃণমূল নেতা শিবু হাজরার বিরুদ্ধে এখনও ফুঁসছেন গ্রামবাসীরা। শনিবার দিনভর আসরে নামে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসের মতো রাজ্যের বিরোধী শিবির। বিরোধীদের বিরুদ্ধে পাল্টা 'উস্কানি'র অভিযোগ তুলেছে তৃণমূলও। আর সেই আবহে বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

প্রসঙ্গত, বসিরহাটে বিজেপির বিভিন্ন আন্দোলনে বরাবরই সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে বিকাশকে। কলকাতার বিজেপির নেতৃত্বের সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে। ফলে তাঁকে গ্রেফতারের পরই শুরু হয়েছে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতর ।আর রবিবার সকালে সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারকে কলকাতা পুলিশ এলাকা থেকে আটক করল পুলিশ।

আড়ালে থেকেও সক্রিয় শিবপ্রসাদ হাজরা। তাঁর পোলট্রিতে আগুন ধরানোর অভিযোগে সন্দেশখালি থানায় একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তৃণমূলের সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লক সভাপতি শিবপ্রসাদ। পুলিশ সূত্রের খবর, শিবপ্রসাদের অভিযোগে এক নম্বরে উল্লেখ ছিল নিরাপদ সর্দারের নাম। সন্দেশখালির প্রাক্তন সিপিএম বিধায়কের মদতে তাঁর অনুগামীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন শিবপ্রসাদ। সেই তদন্তে নেমে সন্দেশখালি থানার পুলিশ শনিবার রাতে বিজেপি নেতা বিকাশ সিং-কে গ্রেফতার করে। এরপর রবিবার সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ককে আটক করা হয়। গত শুক্রবার সকাল থেকে সন্দেশখালিতে নতুন করে অশান্তি শুরু হয়েছে। ওইদিন রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামের কয়েকশো মহিলা। সন্দেশখালি থানা ঘোরাও করেন তাঁরা। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। আর এই অশান্তির ঘটনাতেই ধৃত বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

বর্তমানে বিকাশ সিং বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের কনভেনারের দায়িত্বে ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেশখালি থানার সামনেই বাড়ি বিকাশ সিং-এর বাড়ি। শনিবার সন্ধ্যায় তাঁকে বাড়ি থেকে প্রথমে থানায় ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর রাতের দিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগ, সন্দেশখালিতে হিংসার ছড়ানোর পিছনে হাত রয়েছে এই বিকাশের। মূলত, গ্রামবাসীদের উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে, রবিবার সকালে সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ককে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে কলকাতা পুলিশ এলাকা থেকে বসিরহাট থানার একটি বিশেষ দল সন্দেশখালিতে নিয়ে আসছে বলে জানা গিয়েছে।

বাবাকে দেখতে কলকাতায় এলেন

মিঠুন-পুত্র মিমো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনুরাগীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। কারণ শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে মিঠুন চক্রবর্তী শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি। দিনভর 'মহাগুরু'র স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খবর নিয়ে চাপানউতর চলেছে। ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন অভিনেতা। বাবার শারীরিক অসুস্থতার খবর পেয়ে শনিবার রাতেই মুম্বই থেকে শহরে এসেছেন মিঠুনের বড় ছেলে মহাক্ষয় চক্রবর্তী ওরফে মিমো। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার অনলাইনের তরফে মিমোর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাঁর ফোন বেজে গিয়েছে। আনন্দবাজার অনলাইনের তরফে মিঠুনের ছোট ছেলে নমশি চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মিঠুনকে নিয়ে বিশেষ কোনও কথা বলতে চাননি। তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, "ভাগ্য সহায়, বাবা এখন ভাল আছেন।" শোনা যাচ্ছে, রবিবার বিকালে মিঠুনকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে মিমো বাবাকে মুম্বই নিয়ে যেতে চাইবেন কি না, সে প্রশ্নও উঠছে। সূত্রের খবর, রবিবার ছুটি পেলে কলকাতাতেই থাকবেন মিঠুন। অভিনেতার শারীরিক পরিস্থিতি দেখে বাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।সূত্রের খবর, রবিবার সকালে মিঠুনকে দেখতে হাসপাতালে আসেন মিমো। দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ ক্ষণ কথাবার্তা হয়। সেই সময় পিতা-পুত্রের সঙ্গে ছিলেন টলিপাড়ার প্রযোজক অতনু রায়চৌধুরী। সূত্রের খবর, তাঁদের দু'জনের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা কথাবার্তা বলেছেন মিঠুন। শনিবার 'শাস্ত্রী' ছবির শুটিং করতে বেরোনোর আগে অসুস্থ বোধ করেন মিঠুন। মিমোর সঙ্গে এই ছবির পাশাপাশি 'প্রজাপতি' ছবি নিয়েও একপ্রস্ত আলোচনা করেন মিঠুন। উল্লেখ্য, সেই ছবিরই প্রযোজক অতনু। এই ছবি নিয়ে যে মিঠুনের পরিবার কতটা গর্বিত, সে কথাও নাকি বার বার উঠে এসেছে মিঠুন এবং মিমোর বক্তব্যে। শনিবার মিঠুনের সঙ্গেই নাকি থাকবেন মিমো।

অযোধ্যার লতা মঙ্গেশকর চকে

স্বয়ং রাম সিতার কাছেই বাউল গানে জগতের মঙ্গল শান্তি কামনায় স্বপন দত্ত

সংবাদদাতা স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন, রাম মন্দিরে রাম লালার মুর্তি প্রতিষ্ঠার মাহেন্দ্রক্ষণে যাওয়ার সৌভাগ্য না হলেও প্রভু শ্রী রামের আশীর্বাদেই স্বপন দত্ত বাউলের অযোধ্যায় যাবার ব্যাবস্থা হলো। রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত আশির্বাদ ধন্য এই শিল্পীকে নিখরচায় যাওয়া আসা থাকা খাওয়ার ব্যাবস্থা করে দিলেন কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে।। অযোধ্যায় রাম কথা বাউল গানে গাইতে যাবার সুযোগ এলো পূর্ব বর্ধমানের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী স্বপন দত্ত বাউলের। এই সুযোগ পেয়েই অযোধ্যায় পৌঁছেই শ্রী রাম মন্দির ও প্রভু রাম কে দর্শন করে জগতের মঙ্গল কামনায় পুজো দিলেন খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল। অযোধ্যায় লতা মঙ্গেশকর চকে স্বয়ং নর রুপী রাম সিতার দর্শন পেয়ে রাম কথায় গানে গানে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানালেন ও জগতের মঙ্গল কামনা ও শান্তি কামনার বার্তা দিলেন স্বপন দত্ত বাউল প্রভু রাম ও সীতা মায়ের কাছে। স্বপন বাউল বলেন লাখো লাখো মানুষের মাঝে এমন নর রুপী দেব দেবী রাম সীতা কে গান শোনাতে পেরে আমার জীবন ধন্য হলো অযোধ্যায় রাম মন্দির ও প্রভু রাম লালাকে দর্শন করে এবং মানুষ রূপে দেখা পেলাম স্বয়ং রাম সীতা ও রাম সীতাকে গান শোনাতে পারলাম লাখো মানুষের ভিড়ে এটাই আমারঅযোধ্যায় আসা ও গান গাওয়ার সার্থকতা । আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকার স্বপন বাউল নিজের লেখা ও সুরে কখনো হিন্দিতে কখনো আবার বাংলায় বাউল গানে রাম কথায় জগতের মঙ্গল কামনা করে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিলেন সারা বিশ্ব ও দেশ বাসির উদ্দেশ্যে। হিন্দিতে গানে

এরপর ৩ পাতায়

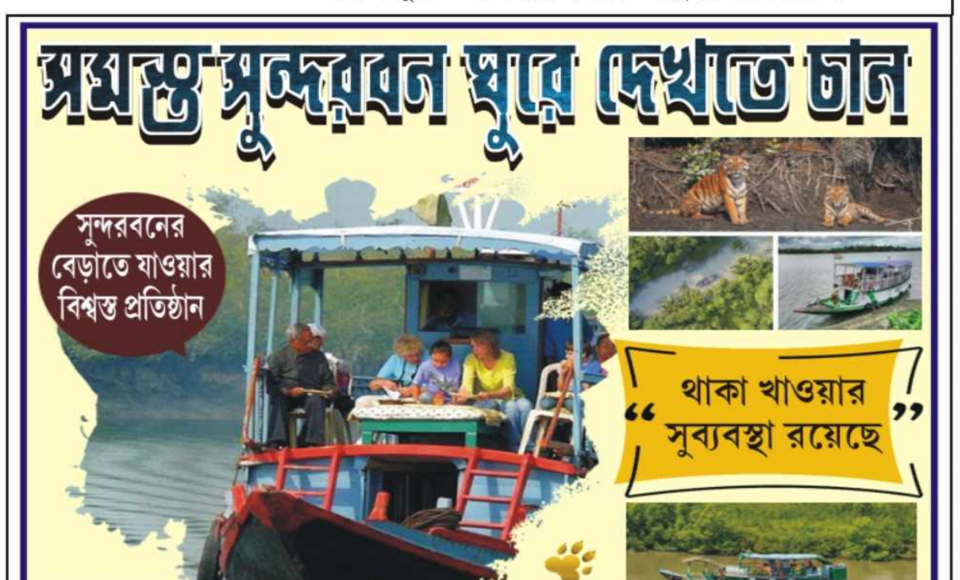

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার এডমিট না পাওয়ার

অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর,মালদা : নিউজ সারাদিন : পরীক্ষার আগে উচ্চ মাধ্যমিকের এডমিট না পেয়ে অথৈ জলে এক পরীক্ষার্থী। মানসিক অবসাদে আত্মহত্যার হুমকি ।আর মাত্র ছয় দিন পরেই উচচ মাধ্যমিক পরীক্ষা ।ইতিমধ্যেই প্রত্যেক স্কুল থেকে পরীক্ষার্থীদের এডমিট কার্ড দেওয়া হয়ে

এরপর ৩ পাতায়

অশান্তির পূর্বাভাস পেয়েও

মাদ্রাসা-মসজিদে বুলডোজার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানি। হলদওয়ানিতে যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে সেই পূর্বাভাস আগেই ছিল। অভিযোগ, এই বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট পাঠালেও প্রশাসন তা উপেক্ষা করে। এলাকায় অবৈধ মাদ্রাসা-মসজিদে বুলডোজার চালালে যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে সেই আশঙ্কা আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে।বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে নাগাদ বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন হলদওয়ানির বনভুলপুরায় সরকারি জমিতে বেআইনিভাবে নির্মিত একটি মাদ্রাসা ও একটি মসজিদ সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ভাঙতে যায়। স্থানীয়রা এর প্রতিবাদ জানান। ক্রমশ এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তারপরই ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে দু'পক্ষের মধ্যে। প্রশাসনের ভেঙে দেওয়া এই মাদ্রাসাটি রেলওয়ে কলোনি এলাকায় অবস্থিত যেখানে চার হাজারেরও বেশি পরিবার গত ৪০ বছর ধরে বাস করছে।তবে সেই রিপোর্ট কার্যত উপেক্ষাই করা হয়। ফলেই হলদওয়ানি ব্যাপক সহিংসা ছড়িয়ে পড়ে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের সূত্রগুলি জানিয়েছে, দাঙ্গা শুরু হওয়ার পরে সিনিয়র সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের সময় বিষয়টি উঠে আসে।ঘটনার মাত্র এক সপ্তাহ আগে, গোয়েন্দা সংস্থা প্রশাসনের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠায়। সেই রিপোর্টেই পূর্বাভাস ছিল আবদুল মালিকের সঙ্গে মুসলিম সংগঠন এবং মৌলবাদী লোকেরা মসজিদ ও মাদ্রাসা সরানোর পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে। বনভুলপুরার বিতর্কিত জায়গায় বিক্ষোভের কথাও জানিয়েছিল সংস্থাটি। সংস্থাটি তাদের রিপোর্টে জানিয়েছিল, সহিংসতায় সঙ্গে জড়াতে পারে নারী ও শিশুরাও। হলদওয়ানিতে যে হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে সেই আশঙ্কার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল গোয়েন্দা রিপোর্টে। বিভিন্ন জায়গায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, স্থানীয় স্তরে প্রতিটি পয়েন্টে অবহেলা দেখানো হয়েছে। আগাম প্রস্তুতি ছিল না। সতর্কতা সত্ত্বেও বুলডোজার চালানো হয় অবৈধ মাদ্রাসা-মসজিদে। প্রশাসনের তরফে বেআইনি মাদ্রাসা ভাঙতে গেলেই চরম উত্তেজনা ছড়ায়।প্রসঙ্গত, অবৈধ মাদ্রাসা ও ধর্মীয় উপাসনালয় ভেঙে ফেলতে পৌর কর্পোরেশন ও পুলিশ প্রশাসনের টিম বনভুলপুরায় পৌঁছয়। বৃহস্পতিবার থেকে চরমে ওঠে উত্তেজনা। বিক্ষুব্ধ জনতা পাথর বৃষ্টি শুরু করে পুলিশের উপর। পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। হামলায় আহত হন শতাধিক পুলিশ সদস্য। এখনও পর্যন্ত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। সবমিলিয়ে ৩০০ জনের বেশি আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। প্রশাসনের দাবি, অনেকে বাড়ির ওপর থেকে পুলিশ লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়েছে। বাধ্য হয়েই পুলিশ কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে। সহিংসতার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই ৫০ জনকে আটক করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ৫০০০ জন অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

১-ম পাতার পর

রাজ্যসভা ভোটের প্রার্থিতালিকা ঘোষণা করে দিল তৃণমূল

পরগনা জেলা (সদর) তৃণমূলের সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী, আবীররঞ্জন বিশ্বাস ও শান্তনু সেন। এ বারের রাজ্যসভা ভোটে চার আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত। ঘটনাচক্রে, শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভা ভোটের আগে নাগরিক সংশোধনী আইন (সিএএ) চালুর কথা বলেছেন, যা মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি। আর রবিবার তৃণমূল নেত্রীর মমতাবালাকে রাজ্যসভায় মনোনয়ন দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এমন সিদ্ধান্তে অনেকেরই মতুয়া ভোট ঘরে ফেরানোর ইঙ্গিত দেখছেন। কারণ ২০১১ সালে বামফ্রন্টকে হারিয়ে তৃণমূলের ক্ষমতা দখলে বড় ভুমিকা ছিল মতুয়াদের। কিন্তু ২০১৪ সাল থেকে মতুয়া ভোট বিজেপির ঘরে যেতে শুরু। মতুয়া ঠাকুর বাড়ির বড়মা প্রয়াত বীণাপাণী ঠাকুরের ছোট নাতি শান্তনু ঠাকুর বর্তমানে বনগাঁ থেকে সাংসদ হয়ে মোদীর মন্ত্রিসভায় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী। আর বড় নাতি সুব্রত ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গাইঘাটা থেকে বিজেপির বিধায়ক। তাদের সঙ্গে মমতাবালার পারিবারিক সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত। এমনতাবস্থায় প্রাক্তন সাংসদকেই আবারও মতুয়া ভোট ফেরাতে নিজের তুরুপের তাস করেছেন মমতা।

১-ম পাতার পর

পাকিস্তানে প্রায় ৬০ ঘণ্টা পরে শেষ হল ভোটগণনা

হয়, ইমরানের দলে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব রয়েছে। তাই এ বার তাদের দলীয় প্রতীক 'ক্রিকেট ব্যাট' ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ভোটপর্ব মেটার পর এ বার সে দেশে কে বা কারা কী ভাবে সরকার গঠন করে, সে দিকেই নজর সকলের।ত্রিশঙ্কু ফলাফল হওয়ায় জোট সরকারই ক্ষমতায় আসতে চলছে বলে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য পাকিস্তানের চারটি প্রাদেশিক নির্বাচনের ভোটগণনা এখনও চলছে। এখনও পর্যন্ত যে প্রাথমিক ফল জানা গিয়েছে, তাতে পঞ্জাব প্রদেশে এগিয়ে রয়েছে নওয়াজের দল। খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে এগিয়ে ইমরানের দল। সিন্ধ প্রদেশে নিজেদের গড় ধরে রাখার ইঙ্গিত দিয়েছে বিলাবলের পিপিপি। আর বালুচিস্তান প্রদেশে জোর লড়াই চলছে পিপিপি এবং পিএমএল-এনের মধ্যে।প্রাথমিক গণনাতেই ইঙ্গিত ছিল যে, লড়াই হতে চলেছে মূলত জেলবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) সমর্থিত নির্দল এবং আর এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের দল পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন)-এর মধ্যে। তবে লড়াইয়ে ছিল প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা বেনজির ভুট্টোর পুত্র বিলাবল ভুট্টো জারদারির দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)-ও। সে দেশের সংবাদপত্র 'ডন'-এর প্রতিবেদন অনুসারে, এখনও পর্যন্ত পিটিআই সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা ৯৩টি, পিএমএল-এন ৭৩টি এবং পিপিপি ৫৪টি আসনে জিতেছে। অন্যেরা পেয়েছে ৩৩টি আসন। অন্য একটি সূত্র বলছে, পিটিআই সমর্থিত নির্দলরা ১০২টি আসনে জয়ের মুখ দেখে ফেলেছেন। তবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গড়ার জন্য চাই আরও ৩১টি আসন। যা সম্ভব নয়। কারণ আর গুটিকয়েক আসনে গণনা বাকি আছে।অন্য দিকে, গণনায় কারচুপির অভিযোগ জানিয়ে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রের প্রার্থীরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন ৪০টি কেন্দ্রে ইতিমধ্যে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পুনর্নির্বাচনের দিন স্থির হয়েছে। তবে এই ৪০টি আসন যদি কোনও একটি দলের পক্ষে যায়, তা হলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া মুশকিল। এই আবহে আরও এক বার বিলাবলের পিপিপি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গড়ার কথা জানিয়েছেন নওয়াজ। মাঝে শোনা গিয়েছিল বিলাবলের পিতা আসিফ আলি জারদারির সঙ্গে বৈঠক হয়েছে নওয়াজের। কিন্তু এমন কোনও বৈঠকের কথা তিনি জানেন না বলে দাবি করেছেন বিলাবল নিজেই। তবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক শিবিরের বড় অংশ মনে করছেন, ইসলামাবাদের কুর্সিতে কে বসবেন, শেষমেশ তা ঠিক করবে পাক সেনাই, আরও স্পষ্ট করে বললে সেনাপ্রধান আসিম মুনির। শনিবারই একটি বিবৃতিতে মুনির বলেছিলেন, "নির্বাচন শুধুমাত্র জয়-পরাজয় নির্ধারণের প্রতিযোগিতা নয়, বরং জনমত যাচাইয়ের পরীক্ষা। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং তাঁদের কর্মীদের অবশ্যই ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে এবং যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শাসনক্ষমতা পরিচালনা এবং জনগণের সেবা করতে হবে। কার্যকরী ও স্থিতিশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভবত এটাই একমাত্র পথ।" মনে করা হচ্ছে 'যৌথ প্রচেষ্টা' বলতে সেনাপ্রধান নওয়াজ-বিলাবল জোট সরকারের দিকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে আস্থাভোটে ক্ষমতা খোয়ানোর পর পাক সেনার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন ইমরান। ২০১৮-র নির্বাচনে যে ইমরান সেনার সমর্থন নিয়ে কুর্সিতে বসেছেন বলে গুঞ্জন উঠেছিল, সেই ইমরানের সঙ্গেই সেনার দূরত্ব বাড়ে। ২০২৩-এ পিটিআই কর্মীদের বিরুদ্ধে সেনার একাধিক দফতরে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। একাধিক মামলায় অভিযুক্ত হয়ে বর্তমানে জেলবন্দি ইমরান।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার এডমিট না পাওয়ার অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

গেছে।কিন্তু এখনো পর্যন্ত এডমিট কার্ড না পেয়ে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ ওই পরীক্ষার্থীর পরিবার।অভিযোগ ওই পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এসেছে।উচ্চ মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষাও দিয়ে ছিলেন তিনি।পরবর্তীতে নির্দিষ্ট তারিখে ফর্ম ফিলাপ করে ছিলেন অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে।কিন্তু সকলে এডমিট পেলেও ওই পরীক্ষার্থী পাননি।প্রধান শিক্ষককে বলতে গেলে তিনি দাবি করছেন ওই পরীক্ষার্থী না কি ফর্ম ফিলাপ করেনি।পরিবারের লোকেদের অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের গাফিলতির জন্য এমনটা হয়েছে।এদিকে এই ঘটনায় প্রধান শিক্ষককে অপরাধী বলে তোপ দাগলেন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ।মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের কনুয়া ভবানীপুরের ঘটনা।কনুয়া ভবানীপুর হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী লিপি স্বর্ণকার।চলতি মাসের ১৬ তারিখ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। লিপিও পরীক্ষার্থী। উচ্চ মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন কার্ড পেয়ে গেছিলেন। টেস্ট পরীক্ষাও দিয়ে ছিলেন।ফলাফল ভালো হয়েছিল।পরবর্তীতে পরীক্ষার জন্য অন্যান্য বান্ধবীদের সঙ্গে স্কুলে গিয়ে নিয়ম অনুযায়ী ফর্ম ফিলাপ করেন লিপি।কিন্তু কিছু দিন আগে যখন এডমিট কার্ড দেওয়া হলো।প্রত্যেকে পেলেও লিপি এডমিট পাইনি। প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে গেলে প্রধান শিক্ষক বলেন লিপি না কি ফর্ম ফিলাপ করেনি। তারপর থেকেই চরম হতাশায় মানসিক অবসাদে ভুগছেন ওই পরীক্ষার্থী।তার অভিযোগ মানসিক অবসাদে তিনি যদি আত্মহত্যা করেন তার দায় থাকবে প্রধান শিক্ষকের। লিপির মা কাজল স্বর্ণকার ওই স্কুলের মিড ডে মিলের রাঁধুনি।বাবা শিবু স্বর্ণকার দিনমজুর। অত্যন্ত কষ্ট করে লেখাপড়া করান মেয়েকে। জীবনের অন্যতম বড় পরীক্ষার আগে প্রধান শিক্ষকের গাফিলতিতে মেয়ের এই সমস্যায় ব্যাপক দুশ্চিন্তায় পরিবারের লোকেরাও।সমস্যা সমাধানের জন্য হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন তারা।আবেদন করেছেন জেলা শাসককেও।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ সাহা বলেন, প্রধান শিক্ষক রাজা চৌধুরীকে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অপরাধী বলে তোপ দেগেছেন।প্রশাসনের কাছে আবেদন করবো যাতে ওই পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারে।

২ পাতার পর

অযোধ্যার লতা মঙ্গেশকর চকে স্বয়ং রাম সিতার কাছেই বাউল গানে জগতের মঙ্গল শান্তি কামনায় স্বপন দত্ত

গানে বলছেন হৃদয় কলস পে বৈঠে হুয়ে হ্যায় শ্রী রাম , সবই প্রাণ কা দুঃখ হরতে হ্যায় শ্রী রাম দসরথ নন্দন রাজা রাম , কৌশ্যাল্যা জীবন রাজা রাম , হার মন কামনা পূরণ করতে হ্যায় শ্রী রাম।। আবার বলছেন রামহি ভক্তি , রামহি শক্তি , রামহি মুক্তি সদা ইয়েহী ভাবনা । জিতনা জপোগে উত্নাহি মিটেগা দুখ দরদ অর রোনা । জগৎ মঙ্গলকে লিয়ে , ম্যায় শান্তি কামনা করতা হু । বাউল গীত গাতে আয়ে অযোধ্যা ধাম।। আবার কখনো গাইছেন জয় জয় রঘুপতি রাঘব রাজারাম , পতিত পাবন সিতারাম এই ভাবে গানে গানে অযোধ্যায় আগত দর্শনার্থীদের আনন্দ দিলেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রনব মুখার্জির প্রশংসিত ও তার দেওয়া একতারা বাজিয়ে অযোধ্যা রাম মন্দিরে জগতের মঙ্গল কামনা করে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিলেন বাউল গানে। স্বপন বাউল ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে তার প্রতিভার গুনে নিখরচায় যাবার সুযোগ পান বিভিন্ন গুনমুগ্ধকর ভক্ত বৃন্দদের সহযোগিতায় এর আগেও নিখরচায় যাবার সুযোগ পেয়ে কেদারনাথ , বদ্রিনাথ, কাশি বিশ্বনাথ ধাম , পুরি জগন্নাথ ধাম , ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মন্দির ও বিশাখাপত্তনমে বিষ্ণু মন্দির ধামে স্বপন দত্ত বাউল রাষ্ট্রপতির উপহার দেওয়া একতারা বাজিয়ে জগতের মঙ্গল কামনায় পুজো ও জগতের মঙ্গল কামনা এবং শান্তি সম্প্রীতির বার্তা বাউল গানে দিয়ে ভারতবাসীর কাছে সাধুবাদ পেয়েছেন। এবারে অযোধ্যায় বাংলার স্বপন বাউল গান গাইলেন একতারা , কোল ডুগী বাজিয়ে পায়ে ঘুঙুরের তালে তালে নৃত্য করে । নৃত্যের ছন্দে অনেকেই করতালিতে রাষ্ট্রপতির আশির্বাদ ধন্য শিল্পী কে সাধুবাদ জানালেন। স্বপন বাউলকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন বাউল মহারাজ জি আপনি এই সব সমাজ সচেতন শান্তি ও মঙ্গল কামনা করতে কি টাকা নেন ?তার উত্তরে স্বপন বাউল বলেন ম্যায় নিঃস্বার্থ সেবা দিতা হু তাদের মাঝে বহু বাংলা ভাষী কে বলেন আমি সবসময় নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন ও কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা বাউল গানে দি দেশে বিদেশে যেখানেই আমি যাবার সুযোগ পাই। বাংলা থেকে আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে অনেকেই বলেন অযোধ্যায় আগত মানুষকে যে স্বপন দত্ত বাউল কে অনেকেই চেনে ওনার কাজই হলো সমাজের যে কোনো সমস্যার কথা ওনার কানে এলেই উনি বাউলগানে প্রতিবাদ ও সমস্যা সমাধানের জন্য সচেতন সব সময় করে চলেন নিঃস্বার্থ ভাবে । কেউ কেউ বলেন অনেক ক্ষেত্রেই উনি সফল আবার কেউ বলেন এই নিঃস্বার্থ কাজের জন্য উনি বহু জায়গায় সম্মানিত হয়েছেন আর খবরের কাগজে ও টিভি নিউজ সংবামাধ্যমে এবং সোশ্যাল মিডিয়া তে বহুল পরিচিতি পেয়েছেন নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন বাউল গানের জন্য। এর জন্য বাংলার মূখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় , প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরিনাথ ত্রিপাঠী , ও রাজ্যপাল জগদিপ ধনকর মহাশয় স্বপন বাউলকে সম্মানিত করেছেন।

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালির ঘটনায় এবার কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে পুলিশ

তারা শিবপ্রসাদের পোল্ট্রি ফার্মে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।এলাকায় গন্ডগোল পাকানোর অভিযোগে ৮ জনকে আটক করা হয়েছে। সুমিত কুমার বলেন, দুস্কৃতীরা পোল্ট্রি ফার্মে ভাঙচুর করেছে, আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে এটাই জানাতে চাই, যারাই এই কাজ করছে যে পুরুষ মহিলা যেই হোন এমনকী যারা এই ঘটনার পেছনে উস্কানি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যদি কারো কোন অভিযোগ থাকে সেটা আমরা সমাধান করা হবে। যদি কেউ আইন হাতে নেয় তাহলে ছাড়া হবে না। তিনি বলেন, যেহেতু এলাকাটি খুবই দুর্গম সেকারনে দুস্কৃতীরা সুযোগ নিয়েছে। সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাত সন্দেশখালির মানুষকে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছেন। সুকুমার বলেন, কিছু দুস্কৃতী পোল্ট্রি ফার্মে আগুন লাগিয়ে, ভাঙচুর করে ব্যাপক তান্ডব চালিয়েছে, একটা কেজি স্কুলে তান্ডব চালিয়েছে। আমরা এলাকার মানুষকে কোন প্ররোচনায় পা না দিতে আবেদন করেছি।অন্যদিকে, সন্দেশখালিতে ৫১ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও যে বহিরাগতরা গোলমাল পাকাচ্ছে তাদের চিহ্নিত করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। নবান্নে সাংবাদিক রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) মনোজ ভার্মা এ কথা জানান। গত তিনদিন ধরে সন্দেশখালিতে যে ঘটনা ঘটেছে তার ওপর নজর রাখছে পুলিশ। কারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, এই ঘটনার পেছনে কাদের মদত আছে, সব বিষয়টি চিহ্নিত করতে তদন্ত করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুক্রবার নবান্নে রাজ্য পুলিশের এডিজি আইন-শৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানান। তিনি বলেন, যারা গোলমাল পাকাচ্ছে এবং যাদের যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে সব বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। তবে অভিযোগ দেওয়া মাত্র পুলিশ তদন্তে এখনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেটা সম্ভব নয়। কারণ সব বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। তদন্তের পর সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শুক্রবার দুপুরের দিকে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বিকেল থেকে সন্দেশখালি, জেলিয়াখালি এইসব এলাকায় পরিস্থিতি শান্ত আছে বলে দাবি করেন রাজ্য পুলিশেরএডিজি(আইন শৃঙ্খলা) মনোজ ভার্মা। একই সঙ্গে রাজ্য পুলিশের এডিজি(আইন শৃঙ্খলা), তিনি কেউ কোন অভিযোগ করলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে তদন্ত করে বলেও আশ্বাস দেন।

রাম মন্দির নির্বাচনী ইস্যু হতে পারে না: অধ্যাপক কুমার

ডাঃ সমরেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক। নয়াদিল্লি, ফেব্রুয়ারী ১১, ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাম মন্দির একটি নির্বাচনী ইস্যু হয়ে উঠতে পারে না, কারণ ইতিমধ্যেই লাল কৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে এই ইস্যুতে নির্বাচন করা হয়েছে এবং বিজেপি দুই থেকে ৮০টি আসন পেয়েছে। গতকাল এখানে এক সাক্ষাতকারে একথা বলেছেন দেশের সুপরিচিত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক যোগেশ কুমার।গতকাল ১৭তম লোকসভার শেষ দিনে রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শাসক দল।মনে করা হচ্ছে, সেই নির্বাচনে বিজেপি রাম মন্দির নির্মাণকে ক্যাশ করবে।

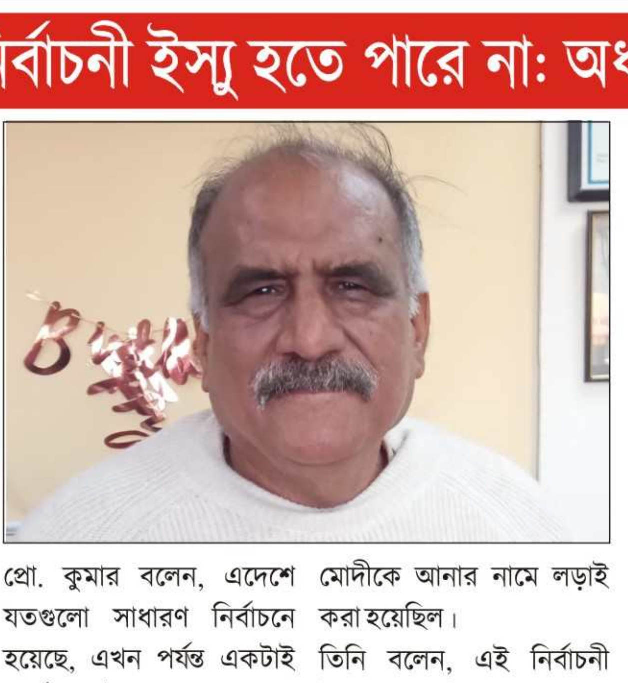

প্রো. কুমার বলেন, এদেশে যতগুলো সাধারণ নির্বাচনে হয়েছে, এখন পর্যন্ত একটাই কার্যকর ইস্যু আছে।১৯৭১ সালের নির্বাচন 'গরিব হটাও' নামে লড়েছিল। একইভাবে '১৯৭৭ সালে ইন্দিরাকে সরান'। ১৯৮০ সালে কাজের জন্য ভোট'। ১৯৮৪ সালে জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা, ১৯৮৯ বোফর্স, ২০১৪ সালের নির্বাচন দুর্নীতি নির্মূল এবং মোদীকে আনার নামে লড়াই করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, এই নির্বাচনী ইস্যুগুলো ভোট শুরুর ১০-১৫ দিন আগে ঠিক করা হয় এবং সেই ইস্যুই দেশের গতিপথ ও অবস্থা নির্ধারণ করে, তাই এখন থেকে বলা মুশকিল, নির্বাচনের মূল ইস্যু কী হবে?

তবে তিনি আরও বলেন, যে দল তরুণদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ, কৃষকদের সমস্যা সমাধান, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, উন্নত চিকিৎসা সুবিধা এবং যুবকদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেবে, সে দল আরও ভালো অবস্থানে থাকবে, কারণ এগুলো হচ্ছে। আজকের জ্বলন্ত সমস্যা..

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কর্মশৈলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন যে মোদীজির পুরো সিস্টেমে গভীর দখল রয়েছে। আজ পর্যন্ত অন্য কোনও প্রধানমন্ত্রীর এমন দখল ছিল না। তাই তিনি সফল। তাঁর দল এত ভাল যে। দৌড়ে এবারও তারাই এগিয়ে দেখা যাচ্ছে।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, মিঃ কুমার বলেছিলেন যে এটি তাঁর পদযাত্রার নয়, দিল্লিতে তাঁর নির্বাচনী কৌশল বাস্তবায়নের সময়।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ০৪২ সংখ্যা ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ সোমবার ২৮ মাঘ, ১৪৩০

কলিযুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

ইতিহাস! সত্য কথা বললে এযুগের তার কোন স্থান নেই, একথা বলতে গেলে নিজের ইতিহাসের কথা স্মরণ চলে আসে! সত্যের জন্য আমি সবকিছু করছি কিন্তু আমার পাশে কেউ নেই, আসলে এই যুগের ধর্ম তাই! তবে কলিযুগের মধ্যে সত্যযুগ ফিরে আসবেই আসবে!কলি তো ধ্বংস হবেই হবেই আর সেই ধ্বংসলীলা তো আজ মনে হচ্ছে, করোনাভাইরাস যা পৃথিবীর বুকে মহামারি আকার ধারণ করেছে। হে ঈশ্বর এই কি তোমার লীলা খেলা। তোমার ধ্যান জ্ঞান ও প্রচারের কথা আমরা তো ভুলে গেছি আজকের যুগে। আমরা শুধু আমার আমার আমার করে আখের গোছাতে ব্যস্ত, সত্য কথা বলাটা কে ভুলে গেছি। আজকে তাই মহামারীর রূপ নিয়েছে, তবে ধ্বংসের পিছনে সৃষ্টি তো তুমি করবেই করবেই। ইতিহাস তত্ত্ব এখনো বহন করে যাচ্ছে, তবে কলিযুগের অবতার তিনি হচ্ছেন নিমাই সন্ন্যাস।সে ইতিহাস নিয়ে লেখার মত কপাল হয়েছে এই হতভাগ্য অসহায় ক্ষুধার্ত ব্যক্তির। তবে জ্ঞানের আলো তো সেভাবে কোনদিন দেখিনি ,যতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে ততটুকু আজ অধ্যায়নের করার সুযোগ তুলে ধরছি এ যুগের মধ্য কথা।। কলিযুগে ভয়ঙ্কর দুরবস্থার জন্য দায়ী মানুষের তমোগুণের মায়াহীন নিষ্ঠুর প্রভাব। নিদ্রা, তন্দ্রা, হিংসা, মায়া, অসত্য, বিষাদ, শোক, মোহ, শান্ত, ধীর, সহিষ্ণু, লোভ, লালসা সবকিছু আচ্ছন্ন থাকছে রজ ও তমোগুণের বর্বর আচরণে।

সনাতন দর্শনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চারটি সময় বা যুগ চক্রাকারে পরিবর্তন হচ্ছে। যুগ চারটির আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করা আছে। সত্য যুগের ছিল সতের লক্ষ আটাশ হাজার বছর। ত্রেতা যুগের বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার, দ্বাপর যুগের ছিল আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বছর, আর সর্বশেষ কলির বয়স নির্ধারণ করা আছে চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বছর। লীলাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভৌমলীলা পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজত্বকাল থেকে শুরু করলে ইতোমধ্যে আমরা কলিযুগ অতিক্রম করেছি পাঁচ হাজার বছর। যুগ পরিক্রমায় সত্য যুগে ধর্ম আচরণ ছিল হাজার বছর ধরে ধ্যানে মগ্ন থাকা। ত্রেতাযুগের ধর্ম প্রক্রিয়া ছিল যজ্ঞ করা। দ্বাপরে ছিল মন্দিরে মন্দিরে ভগবান পরমেশ্বরের আরাধনা। বর্তমান কলিযুগে প্রেমভক্তিতে রসসুধা আস্বাদনে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবর্তন 'হরিনাম সংকীর্তন'।

মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। আধুনিক আমলের ঈশ্বর লাভের বিজ্ঞানসম্মত উপায় 'হরিনাম সংকীর্তন' এর ভিত্তিভূমির নবজাগরণ ঘটান মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। হিন্দু সমাজব্যবস্থায় শ্রেণি বিন্যাসের পবিত্রতার মানদ- প্রবলভাবে আলোড়িত ছিল। বৈদিক আর প্রাকবৈদিক সংস্কৃতির সমন্বয়ে আধুনিক সভ্যতা গড়ে ওঠার চেষ্টা হচ্ছিল। প্রকৃতিবাদী হিন্দু রীতিতে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, আকাশ, বাতাস, প্রত্যুষ, বৃষ্টি সবই দেবতা স্তবের বৈদিক ধারা। খ্রিস্টের জন্মের চার হাজার পাঁচশত বছর আগে ঋগ্বেদ আর আড়াই হাজার বছর আগে যখন বেদ রচনা হয় তখন থেকেই ঈশ্বর প্রার্থনার জন্য হিন্দুরা আধুনিক মননরীতিতে প্রভাবিত হয়। রক্ষণশীলতা আচার সর্বস্বতা পরিত্যাগ করে সুনির্দিষ্ট দেবতা আরাধনায় মনোনিবেশ করে। বহু জাতি আর নানান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে সিন্ধু তীরের হিন্দু সভ্যতার তাৎপর্যের ইতিহাস আধুনিক শাস্ত্রতত্ত্ববিদগণকেও সম্মোহিত করে। বেদের আলোকে খ্রিস্টপূর্ব ষোলশ শতাব্দিতে উপনিষদ রচনার মাধমে এর মূল বিষয় ব্রহ্ম আর আত্মার তত্ত্বখোঁজা হয়েছিল। তখন প্রমাণ হয়েছিল ব্রহ্ম আর আত্মা অভিন্ন। উপনিষদ রচনার কিছুকাল পর প্রায় দুই হাজার নয়শত বছর আগে যখন শ্রীমদ্ভগবদগীতা আবির্ভাব হয় তখন থেকেই হিন্দু ধর্মের আচরণবিধি, গতিপথ প্রসারিত হতে থাকে। পৌরাণিক কাহিনীর বৈচিত্র্যে, সংস্কৃতির বিস্তারে, নৈতিক আচরণবিধিবিধানে, অবৈদিক জনগোষ্ঠীও সর্বশক্তিমত্তার সর্বব্যাপী অবস্থান স্বীকার করে প্রার্থনারত হতে থাকে।চব্বিশ হাজার শ্লোকের রামায়ণ, আর নব্বই হাজার শ্লোকের মহাভারত হিন্দু দর্শনের অমূল্য সম্পদের বিশেষত্ব 'অবতারবাদ'। যুগাবতার অবলম্বন করে ১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ফালগুনী দোল পূর্ণিমায় আবির্ভাব ঘটে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। পিতা প-তি জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবী তখন পশ্চিমবঙ্গ জেলার নবদ্বীপ শহরে বসবাস করছিলেন। তাঁদের আদি নিবাস বাংলাদেশে। সিলেট জেলার ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন জগন্নাথ মিশ্র। বিদ্যার্জনের মনোবাসনায় মহাপ্রভুর দাদা উপেন্দ্র মিশ্র বাবা জগন্নাথকে নবদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে ১৭ বছর বয়সে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জলপথে সিলেটে আগমন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল পিতৃপুরুষদের সম্পত্তি উদ্ধার। এখানেও তিনি ভক্তি অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে ২৩ বছর বয়সে মহাপ্রভু বৈষ্ণব ভক্ত ঈশ্বরপুরীর কাছে দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। তখন থেকে কৃষ্ণপ্রেমে আসক্ত হয়ে ছাত্র শিষ্যদের স্বরচিত পদাবলী সংকীর্তনের শিক্ষা দিতে লাগলেন।

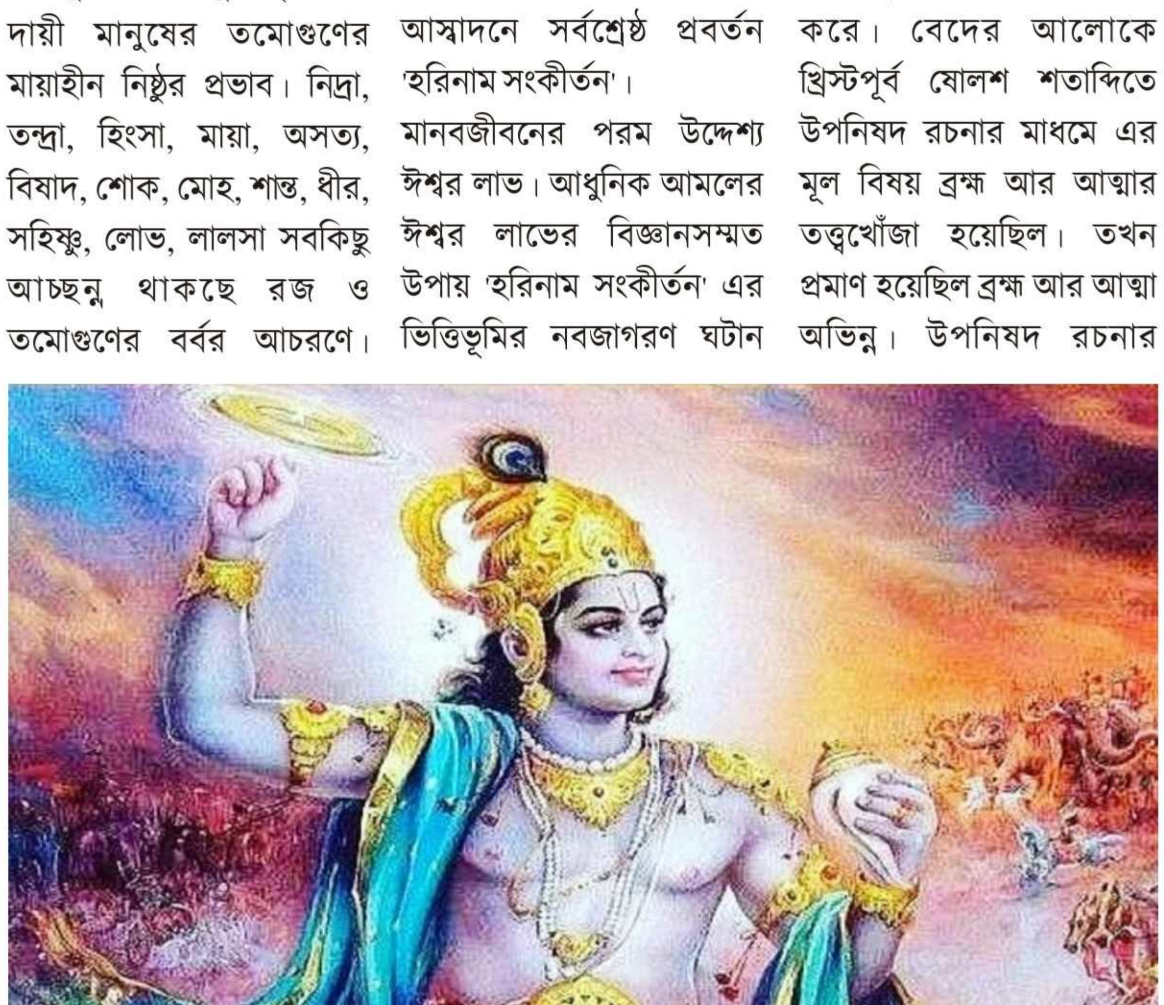

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ব্যারিকেড ভেঙে সন্দেশখালিতে মীনাক্ষীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিগত কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি । পরপর একাধিক ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে আছে পুরো অঞ্চল। এদিকে তারমধ্যে নিজেদের প্রচার সারতে বেরিয়েছে । কিন্তু তাদের অভিযান বাধা পায় ন্যাজটে। সেখানে পুলিশের বাধার সামনে পড়ে বামেরা ।এদিকে বামেদের দাবী, শুধুমাত্র তাদের আটকাতেই নাকি ফেরি চলাচল বন্ধ করেছে পুলিশ প্রশাসন! পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙে ন্যাজোট পৌঁছে যায় মীনাক্ষীরা। এরপরের পরিকল্পনা ছিল ফেরি ধরার, কিন্তু তা সম্ভব না হওয়াতে সমস্যায় পড়েন তারা। অভিযান সফল না হওয়ায় পুলিশের ওপর চড়াও হয় বাম নেতৃত্ব। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে সন্দেশখালিতে। কিন্তু পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙেই এগিয়ে গেলেন বাম যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এন্ড কোং।

সন্দেশখালির উত্তপ্ত পরিবেশে নিজেদের প্রচার সারতে মরিয়া বাম নেতৃত্ব। ফেরি করে সন্দেশখালি যাওয়ার চেষ্টা করলেও, ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় ন্যাজটেই তাদের আটকে যেতে হয়। ফেরিঘাট বন্ধ থাকার বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে জিজ্ঞাসা করেও কোনো লাভ হয়নি। তারা এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়া থেকে এড়িয়ে গিয়েছেন।

বামনেত্রী কনিনীকা বোস ঘোষ বলেন, "ফেরি চালাতে বলেছি। টিকিট কাউন্টার খুলতে হবেই। আমরা যেখানে যাব সেখানে তো ১৪৪ ধারা নেই। তাহলে ঘাট বন্ধ করেছে কেন? এখন পুলিশ সক্রিয় হয়েছে?" তবে শুধু বামেদের প্রচারাভিযানেই যে সমস্যা হয়েছে তাই নয়, ফেরি বন্ধ থাকার কারণে সমস্যায় ভুগছেন সাধারণ মানুষও। বিশেষ করে কোনো নোটিশ ছাড়াই যেহেতু ফেরি বন্ধ রয়েছে তাতে সমস্যা আরো বেড়েছে।

সম্পাদকীয়

বর্তমান সময়কাল হল এক নতুন ইতিহাস গড়ার মুহূর্ত

আজ ভিডিও কনফারেন্সের এক মঞ্চে 'বিকশিত ভারত বিকশিত গুজরাট' কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র আওতায় নির্মিত ১ লক্ষ ৩০ হাজার বাড়ির তিনি দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং পূজার্চনাতেও অংশগ্রহণ করেন। আবাস যোজনার সুফলভোগীদের সঙ্গেও এক আলাপচারিতায় মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভিডিও ভাষণে গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন জেনে আনন্দ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে 'প্রাণবন্ত গুজরাট' কর্মসূচিতে তাঁর সাম্প্রতিক অংশগ্রহণের কথাও স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। 'প্রাণবন্ত গুজরাট'-এর মাধ্যমে রাজ্যে যেভাবে বিনিয়োগ প্রচেষ্টা গতিলাভ করেছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দরিদ্র সাধারণ মানুষ আবাস যোজনার আওতায় যে বাড়িটির মালিকানা ভোগ করবেন, তা হয়ে উঠবে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক গ্যারান্টি। তিনি বলেন, এত বড় আকার ও আয়তনে যে কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ হওয়ার পর দেশবাসী তা 'মোদীর গ্যারান্টি' বলে বিশেষভাবে আখ্যায়িত করবেন।

এক সময় এই অঞ্চলে ছিল জলের অপ্রাচুর্য। কিন্তু প্রতিটি জলবিন্দুর সাহায্যে আরও শস্য উৎপাদন কর্মসূচি কিভাবে বনসকান্থা, মেহসানা, অম্বাজি এবং পাটনের মতো অঞ্চলগুলিকে কৃষিসমৃদ্ধ করে তুলেছে, তার উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, অম্বাজিকে যেভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে এখানে পুণ্যার্থীদের ঢল নামবে বলে আশা করা যায়। অন্যদিকে, আমেদাবাদ থেকে আবু রোড পর্যন্ত যে ব্রডগেজ লাইনের কাজ ব্রিটিশ আমল থেকে মুলতবি অবস্থায় পড়েছিল, তার রূপায়ণ ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের গ্রাম ভাবনগর প্রসঙ্গে বলেন, হটকেশ্বর, অম্বাজি, পাটন এবং তরঙ্গজির মতো স্থানগুলি পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠছে।

নভেম্বর, ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসে 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র সাফল্য প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন গুজরাটের কোটি কোটি মানুষ। তাঁরা কোন না কোনভাবে সামিল হয়েছিলেন এই সঙ্কল্প যাত্রায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময়কাল হল এক নতুন ইতিহাস গড়ার সময়। বর্তমান সময়কালকে স্বাধীনতা আন্দোলনকালে স্বদেশী আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং ডান্ডি অভিযানের মতো ঘটনাকালের সঙ্গে তুলনা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এক বিশেষ সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন দেশবাসী। 'বিকশিত ভারত' গঠনের স্বপ্নে আবার নতুন করে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছেন ভারতবাসী। এক একটি রাজ্যের উন্নয়নের মাধ্যমেই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব - এটাই হল উন্নয়ন সম্পর্কে গুজরাটের চিন্তাভাবনা। তাই, 'বিকশিত গুজরাট' কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'বিকশিত ভারত'-এর সঙ্কল্পই আজ মূর্ত হয়ে উঠেছে। গুজরাটের শহরাঞ্চলে ৯ লক্ষেরও বেশি বাসস্থান নির্মিত হয়েছে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র আওতায়। অন্যদিকে, 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র আওতায় গ্রামাঞ্চলে নির্মিত হয়েছে ৫ লক্ষেরও বেশি বাড়ি। এই ধরনের বাসস্থান নির্মাণে প্রযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'লাইটহাউজ' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হয়েছে ১,১০০টির মতো বাড়ি।

শ্রী মোদী বলেন, ২০১৪-র পূর্ববর্তী সময়কালের তুলনায় দরিদ্র মানুষদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের কর্মসূচি এগিয়ে চলেছে দ্রুততার সঙ্গে। দরিদ্র মানুষদের বাসস্থান নির্মাণকল্পে আর্থিক হস্তান্তরের মাত্রা দাঁড়িয়েছে ২.২৫ লক্ষেরও বেশি। প্রত্যেক সুফলভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তা সরাসরি হস্তান্তরিত হচ্ছে। দরিদ্র মানুষদের জন্য নির্মিত এই বাসস্থানগুলিতে শৌচাগার, পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সংযোগ এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংযোগও দেওয়া হচ্ছে। ফলে, দরিদ্র মানুষের অর্থ সাশ্রয়ও ঘটছে উল্লেখযোগ্যভাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক সময় দরিদ্র সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়নের কোন গ্যারান্টি ছিল না। কিন্তু বর্তমানে 'মোদী'=এই নামটিই তাঁদের কাছে একটি গ্যারান্টি হয়ে উঠেছে। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রসঙ্গে 'মুদ্রা যোজনা', 'বিশ্বকর্মা' এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি কর্মসূচিরও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'লাখপতি দিদি' গড়ে তোলার সঙ্কল্প হল মোদীর আরও একটি গ্যারান্টি বিশেষ। ইতিমধ্যেই ১ কোটি 'লাখপতি দিদি'র স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু, আমাদের লক্ষ্য রয়েছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ৩ কোটি 'লাখপতি দিদি' কর্মসূচিকে সফল করে তোলা। এ বছরের বাজেটে আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদেরও আয়ুষ্মান যোজনার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর এদিনের ভাষণে 'উজ্জ্বলা যোজনা', সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র সাধারণ মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্ভব করে তোলার পাশাপাশি, উন্নয়নের গতিকেও কিভাবে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

গুজরাট রাজ্যটি ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বিশেষ রাজ্য বলে চিহ্নিত। এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গুজরাটের উন্নয়নের পথে যাত্রা এখন শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টায় আরও শক্তি বৃদ্ধি করেছে। রাজ্যের যুব সমাজ এখন নিজেদের ভাগ্য গঠনের নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধা লাভ করছে এবং এইভাবে তাঁরাই এখন উন্নয়নের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই গুজরাটকে এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত করছেন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

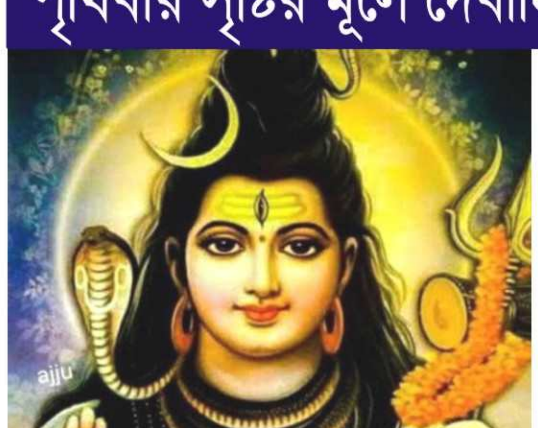

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বিষ্ণু বললেন, 'হে ব্রহ্মা, যুদ্ধ থামাও। দ্যাখো, একটি তৃতীয় বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে। এই লিঙ্গটি কী? কোথা থেকেই বা এল? এসো, এর আদি ও অন্ত অনুসন্ধান করে দেখি। তুমি রাজহংসের রূপ ধারণ করে উপরে উঠে যাও। আমি বরাহের রূপ ধারণ করে নিচের দিকে যাচ্ছি।' এই প্রস্তাবে ব্রহ্মা রাজি হলেন। তিনি শ্বেত রাজহংসের রূপ ধরে উপরে উড়ে গেলেন। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

ওটিটিতে দেখা যাবে 'দ্য কেরালা স্টোরি'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত বছর ৫ মে মুক্তি পেয়েছিল সুদীপ্ত সেন নির্মিত 'দ্য কেরালা স্টোরি'। এ সিনেমায় অদাহ শর্মার অভিনয় চলচ্চিত্রপ্রেমীদের নজর কেড়েছিল। এ সিনেমা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বিতর্কের ঝড়ও উঠেছিল।

কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর থেকেই বিপুল আয় করেছিল এ সিনেমা। এবার ওটিটি দুনিয়ায় মুক্তি পেতে চলেছে 'দ্য কেরালা স্টোরি'। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকেই ওটিটিতে দেখা যাবে এ সিনেমা।

গত বছরই 'দ্য কেরালা স্টোরি' প্রযোজক বিপুল অম্রুতলাল শাহ এ সিনেমার ওটিটিতে মুক্তি প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'দ্য কেরালা স্টোরি ভীষণই স্পেশাল একটি সিনেমা। ইন্ডাস্ট্রির একাধিক প্রথা ভেঙেছে এ সিনেমা। ফলে যে পর্যন্ত ওটিটি রিলিজের প্রসঙ্গে আসছে, আমরা সাধারণের বাইরে কিছু করতে চাইছি। তাই খালি আরও খানিকটা সময় দিন, আমরা আপনাদের অবাক করা খবর দিতে পারব, এরকমটাই মনে হচ্ছে আমাদের।'

এবার সেই অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে। জানা গেছে, আসছে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকেই জি ফাইভ ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখা যাবে অদাহ শর্মা অভিনীত এ সিনেমা।

ইনস্টাগ্রামে অদাহ শর্মা নিজে একটি পোস্টে জানিয়েছেন, 'অবশেষে! সারপ্রাইজ! জি ফাইভে আসছে বহু প্রতীক্ষিত এ সিনেমা। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে জি ফাইভে দেখা যাবে দ্য কেরালা স্টোরি!' ওটিটিতে সিনেমার মুক্তি প্রসঙ্গে নির্মাতা সুদীপ্ত সেন বলেন, 'এমন একটি সংবেদনশীল বিষয়কে ঘিরে সিনেমা তৈরি করা খুব একটা সহজ কাজ নয়।'

তিনি আরও জানান, 'আমরা নিজে থেকেই এ চ্যালেঞ্জ নিয়েছি বলা চলে। যদিও প্রত্যেক সিনেমা নির্মাতাই নিজের কাজের বিষয়ে একটা আশ্বাস চায়, একটা নিশ্চয়তা চায় আর দ্য কেরালা স্টোরির বক্স অফিস সেই নিশ্চয়তা আমাকে দিয়েছে।'

অভিনয় ছেড়ে দেওয়ায় কাল হয়েছে ইমরান খানের

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০০৮ সালে অভিষেক হয় আমির খানের ভাগনে ইমরান খানের। প্রথম সিনেমা 'জানে তু ইয়া জানে না' দিয়েই সাফল্য পান ইমরান। পরে বেশ কিছু ব্যবসা সফল ছবি উপহার দেন এই নায়ক। যদিও শেষ পর্যন্ত তা আর ধরে রাখতে পারেননি তিনি। এজন্যই হয়তো অল্পতেই ক্যারিয়ার শেষ করেন ইমরান।

ফিল্মি দুনিয়া থেকে মুখ ফেরাতেই ইমরানের জীবন থেকে চলে যায় বান্দ্রার বিলাসবহুল বাংলো, ফেরারি গাড়ি। শুধু তা-ই নয়, ইমরানের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করেন স্ত্রী অবন্তিকা মালিকও। এ যেন এক 'শনির দশা'য় পতিত হন তিনি।

যদিও ইমরান জানান, এই সব কিছু তিনি স্বেচ্ছায় করেছেন। চেয়েছিলেন নিজের গোটা সময়টা মেয়ে ইমারাকে দিতে। নিজেকে আরও ভালো মানুষ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। সেই কারণে ত্যাগ করেন জাগতিক সুখ ও বিলাস। তাই মাত্র ৩০ বছরেই তিনি বিরতি নেন ফিল্ম থেকে। বর্তমানে এই অভিনেতা গাড়ি, বাড়ি বিক্রি করে রয়েছেন বান্দ্রার একটি ফ্ল্যাটে। সব আমির-কন্যার আইরা খানের বিয়েতে হাজির হয়ে মিডিয়ার নজরে আসেন ইমরান। এদিন ১০ বছরের পুরানো স্যুট এসেছিলেন এই অভিনেতা। শোনা যাচ্ছে, একটা লম্বা বিরতির পর খুব শিগগিরই অভিনয়ে ফিরবেন ইমরান। ইতোমধ্যে শুরু করে দিয়েছেন সেই প্রস্তুতিও।

পরিচালকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ জনপ্রিয় অভিনেত্রীর

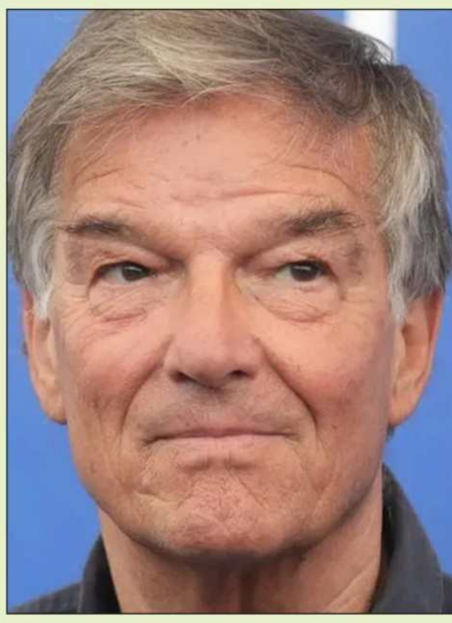

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফরাসি নির্মাতা বেনো জ্যাকোরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী জুডি গডরেচে। তার দাবি, ১৯৮৬ সালে তিনি যখন ১৪ বছরের কিশোরী, তখন পরিচালকের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হন তিনি।

সম্প্রতি প্যারিসের জুভেইনিল প্রটেকশন ব্রিগেডে অভিযোগটি করা হয়েছে। অভিনেত্রীর আইনজীবী এএফপিকে এ কথা জানিয়েছেন। ২৫ বছরের বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আশির দশকে জ্যাকো ও গডরেচের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের সম্পর্ক ছয় বছর স্থায়ী হয়েছিল।

ফরাসির গণমাধ্যম লে মন্ডেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নির্মাতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জ্যাকো। ৭ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া এএফপি জানতে চাইলে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি এই নির্মাতা।

জ্যাকো জানান, পত্রিকায় দেওয়া বিবৃতির বাইরে আর কোনো মন্তব্য করতে চান না তিনি। তবে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে জ্যাকোর।

সম্প্রতি একটি টিভি শোতে উপস্থিত হয়ে জ্যাকোর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেন গডরেচে। দীর্ঘ ক্যারয়িারে ৫০টির বেশি চলচ্চত্রে অভিনয় করেছেন এই অভিনেত্রী।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিনেমাগুলো হচ্ছে 'দ্য ওভারনাইট', 'দ্য স্প্যানিশ অ্যাপার্টমেন্ট', 'দ্য ম্যান ইন দ্য আয়রন মাস্ক' ইত্যাদি। এছাড়া বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকের দায়িত্বও পালন করেন গডরেচে।

অন্যদিকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে সিনেমা নির্মাণ করছেন জ্যাকো। ২০১২ সালে তার নির্মিত 'ফেয়ারওয়েল, মাই কুইন' বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে প্রদর্শিত হয়।

'বেদা'র ফার্স্ট লুকে চমকে দিলেন জন আব্রাহাম!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নতুন বছরে অ্যাকশনের ইঙ্গিত দিলেন বলিউড অভিনেতা জন আব্রাহাম। নিজের পরবর্তী ছবি 'বেদা'র ফার্স্ট লুক দিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন তিনি। দু'টি ছবি শেয়ার করেছেন জন। যার একটিতে দেখা যাচ্ছে বলিউডের এক উদীয়মান নায়িকাকে। তিনি বলিউডের নতুন 'বাবলি' শর্বরী ওয়াঘ। 'বান্টি অউর বাবলি ২' সিনেমায় রানি-সাইফের পাশাপাশি নজর কেড়েছিলেন মহারাষ্ট্রের এই মেয়ে। 'বাজিরাও মস্তানি', 'সনু কে টিটু কি সুইটি' সিনেমায় সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন শর্বরী। তার পর শুরু করেন অভিনয়। আমাজন প্রাইমের ওয়েব সিরিজ 'দ্য ফরগটেন আর্মি: আজাদি কে লিয়ে'তে দেখা গিয়েছিল শর্বরীকে। তার পরই 'বান্টি অউর বাবলি ২'তে সুযোগ পান।

এবার 'বেদা' সিনেমায় শর্বরীকে বেশ লড়াকু মেজাজেই দেখা যাবে।

এদিকে পোস্টারের ক্যাপশনে জন লিখেছেন, “ওর ত্রাতার প্রয়োজন ছিল, পেল অস্ত্র।” জানা গেছে, ছবিতে শর্বরীর চরিত্রের মেন্টর হিসেবে দেখা যাবে জনকে। জন-শর্বরী ছাড়াও এই ছবি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাল্টে গেলো 'রামচন্দ্র' রণবীরের সীতা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের সিনেমা জগতে আলোচনায় রয়েছে নীতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ'। মহাকাব্য রামায়ণ অবলম্বনে তৈরি হতে চলেছে সিনেমাটি। চলতি বছরের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হতে চলেছে 'রামায়ণ'-এর শুটিং। এতে রামচন্দ্রের চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা রণবীর কাপুরকে। প্রথম থেকে রণবীরকেই পছন্দ ছিল পরিচালকের। তবে সীতা কে হবেন, সে নিয়েই ছিল গোলমাল। এক এক সময় উঠে আসে এক একজনের নাম। শুটিং শুরু হতে বাকি মোটে এক মাস। তার আগেই ফের 'সীতা বদল'।

একটা সময় শোনা গিয়েছিল সীতা চরিত্রের জন্য পরিচালক কথা বলেন আলিয়া ভট্টের সঙ্গে। যদিও রাজি হননি অভিনেত্রী। সেই প্রস্তাব যায় দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাই পল্লবীর কাছে। শোনা যায়, রাজিও হন অভিনেত্রী। শুটিং শুরুর দিন কয়েক আগেই তাঁকে বদলে নাকি চূড়ান্ত করা হয়েছে অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুরকে।

এর আগে নীতেশের সঙ্গে 'বাওয়াল' ছবিতে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রীকে। তখন থেকেই নাকি সীতার জন্য শ্রীদেবী-কন্যাকে মনে ধরে পরিচালকের। মাস খানেকের মধ্যেই মুম্বাই ও লন্ডন মিলিয়ে মোট ১২০ দিনের শুটিং। যার সিংহ ভাগটাই শুট হবে মুম্বাইতে। তার পর লন্ডন পাড়ি দেবে গোটা টিম।

প্রথম ভারতীয় পেসার হিসেবে

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে বুমরাহ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের প্রথম পেসার হিসেবে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ওঠার অনন্য কীর্তি গড়েছেন জাসপ্রিত বুমরাহ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ জয়ী পারফরম্যান্সের সুবাদে সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে হটিয়ে চূড়ায় বসেছেন বুমরাহ।

খেলোয়াড়দের সপ্তাহজুড়ে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ০৭ ফেব্রুয়ারি র‍্যাঙ্কিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদ প্রকাশ করেছে আইসিসি।

গত সোমবার শেষ হওয়া বিশাখাপাত্নাম টেস্টে ১০৬ রানের অনায়াস জয় পায় ভারত, সেই সঙ্গে সমতা টানে সিরিজে। দলের ওই জয়ে বল হাতে অসাধারণ অবদান রাখেন বুমরাহ। প্রথম ইনিংসে ৪৫ রানে ৬ উইকেট নেন তিনি, ৩৪ টেস্টের ক্যারিয়ারে দশমবারের মতো পান পাঁচ উইকেট।

ম্যাচ সেরা হওয়ার পথে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৬ রানে ৩ উইকেট নেন বুমরাহ। এছাড়া ওই ম্যাচে দেশের দ্রুততম বোলার হিসেবে ১৫০ টেস্ট উইকেট নেওয়ার রেকর্ডও গড়েন তিনি। এমন উজ্জ্বল পারফরম্যান্সে তিন ধাপ এগিয়ে সবার ওপরে উঠেছেন বুমরাহ। এই সংস্করণে তার আগের সেরা অবস্থান ছিল তৃতীয় স্থান।

টেস্টের র‍্যাঙ্কিংয়ে এর আগে ভারতীয় পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থান ছিল কাপিল দেবের। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর থেকে পরের বছর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তিনি। বুমরাহর ছাড়াও ২০১০ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে এই র‍্যাঙ্কিংয়ের তৃতীয় স্থানে উঠেছিলেন সাবেক পেসার জাহির খান।

ভারতীয় স্পিনারদের মধ্যে অশ্বিন ছাড়াও এর আগে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিলেন রবীন্দ্র জাজেদা ও সাবেক তারকা বিষান সিং বেদী। বুমরাহর কাছে শীর্ষস্থান হারানো অশ্বিন নেমে গেছেন তিন নম্বরে। প্রথম ইনিংসে উইকেটশূন্য থাকার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৩টি উইকেট পান তিনি। তাদের মাঝে দুই নম্বর স্থান ধরে রেখেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা।

পাঁচ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় এই টেস্টেই ২০৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন ভারতের ওপেনার ইয়াশাসবি জয়সওয়াল। এর সৌজন্যে এক লাফে ৩৭ ধাপ এগিয়ে ২৯ নম্বরে আছেন তিনি। ইংল্যান্ডের ওপেনার জ্যাক ক্রলিরও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে টেস্ট ম্যাচটি ভালো কাটে। দুই ইনিংসে ৭৬ ও ৭৩ রান করে আট ধাপ এগিয়ে ২২ নম্বরে আছেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে অসাধারণ নৈপুণ্যে জোড়া সেঞ্চুরি করেছেন এই সংস্করণের এক নম্বর ব্যাটসম্যান কেন উইলিয়ামসন। বুধবার শেষ হওয়া ম্যাচটি ২৮১ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতেছে তারা। এই ম্যাচে দুই ইনিংসে ১১৮ ও ১০৯ রান করেন তিনি।

এক ধাপ এগিয়ে দুইয়ে উঠেছেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথ। আর তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে তিনে নেমে গেছেন ইংল্যান্ডের জো রুট। টেস্টের অলরাউন্ডারদের তালিকায় আগের মতোই শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা।

'বাজবল' ভুলে যাক রুট, পরামর্শ মাইকেল ভনের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এবারের ভারত সফরে যেন চেনাই যাচ্ছে না জো রুটকে। দুই টেস্টের চার ইনিংস মিলিয়ে করতে পেরেছেন কেবল ৫২। অচেনা তার ব্যাটিংয়ের ধরনও, শুরু থেকেই খেলছেন উচ্চ ঝুঁকির শট। মাইকেল ভন মনে করছেন এই 'বাজবল'

ঘরানার ব্যাটিংয়ের জন্যই রানের দেখা মিলছে না তার উত্তরসূরীর ব্যাটে। পরের ম্যাচগুলোতে রুটকে সহজাত ব্যাটিংয়ে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন রুট।

চলমান সিরিজের আগে ভারতে রুটের রেকর্ড ছিল দারুণ। ১০ ম্যাচের ২০ ইনিংসে দুই সেঞ্চুরি ও পাঁচ ফিফটিতে করেছিলেন ৯৫২ রান। সর্বোচ্চ ২১৮, গড় ছিল ৫০.১০। চার ইনিংসের ব্যর্থতায় গড় নেমে এসেছে ৪৩.৬৫-এ। অবশ্য এই সময়ে মাত্র পঞ্চম সফরকারী ব্যাটসম্যান হিসেবে ছুঁতে পেরেছেন হাজার রানের সীমানা। তবে এই প্রাপ্তি একদমই ম্লান হয়ে গেছে টানা চার ইনিংসের ব্যর্থতায়। ২৯ রানের ইনিংস দিয়ে শুরু করেছিলেন সফর, পরের ইনিংসে করেন কেবল ২ রান। পরের টেস্টে ৫ রান করার পর পাগলাটে ব্যাটিংয়ে ফেরেন দ্রুত। ক্রিজে গিয়েই খেলেন রিভার্স সুইপ। পাল্টা আক্রমণে ৯ বলে করে ফেলেন ১৬। পরের বলে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে এগিয়ে এসে স্লগ খেলেন তিনি। ব্যাটের কানায় লেগে ধরা পড়েন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে। ম্যাচটি ১০৬ রানে হারে ইংল্যান্ড।

ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় ব্যাটিং ভরসার এভাবে উইকেট বিলিয়ে আসা একদমই পছন্দ হয়নি ভনের। দা টেলিগ্রাফে নিজের কলামে তিনি লিখেছেন, বাজবল ছেড়ে নিজের মতো করে খেলা উচিত রুটের।

তিনি বলেন, ইংলিশ ব্যাটসম্যানদের দেখে মনে হচ্ছে, ব্যাটিং করার ধরন কেবল একটাই। প্রথম বল থেকেই তারা আক্রমণাত্মক মনোভাবে থাকে। তাদের কয়েকজন এভাবে খেললে আমার আপত্তি নেই, কারণ তারা এই ঘরানাতেই ভালো। কিন্তু জো রুটের এই ধরন ভুলে যেতে হবে। নিজের মতো খেলে টেস্টে ১০ হাজার রান করেছে সে। তার বাজবল অনুসরণ করার দরকার নেই। এখনই সময় ম্যানেজমেন্টের কারো রুটকে অনুরোধ করে বলা- দয়া করে নিজের মতো খেল। আমার মনে হয়, এটা পরিষ্কার যে সে বাজবল এবং এর রোমাঞ্চ ও বিনোদনে খুব বেশি আচ্ছন্ন।

আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে দুই দলের সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। রাজকোটে রুটের কাছ থেকে দায়িত্বশীল ব্যাটিং প্রত্যাশা করবেন ভন।

পূর্ণ বিশ্রামে মিচেল!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে তিন সংস্করণেই দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছেন কিউই ব্যাটসম্যান ড্যারিল মিচেল। তবে গেল কয়েক মাস পায়ের চোট নিয়ে খেলে যাচ্ছিলেন এই ব্যাটসম্যান। মাঝে টুকটাক বিশ্রাম নিলেও চোট সারেনি। পুরোপুরি সেরে ওঠার আশায় এবার পুরোপুরি বিশ্রামে এই ক্রিকেটার।

বিশ্রামের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের চলতি টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে খেলবেন না মিচেল। মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টে খেলার পর মেডিকেল বিভাগের পরামর্শে তাকে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়। আশা করা যায় এই বিশ্রামে মিচেল পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন। এমনটাই জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টেড।

স্টেড বলেন, 'আগেও আমরা সুযোগ পেয়ে তাকে বিশ্রাম দিয়েছিলাম। কিন্তু এবার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, আরেকটু লম্বা সময়ের বিরতি তার প্রয়োজন। এটা কঠিন, কারণ সামনের সময়টায় খুব বেশি বিরতি নেই খেলার। আমাদের তাই মনে হয়েছে, সপ্তাহ তিনেকের বিরতি দিয়ে দেখা যাক, এটা থেকে তার মুক্তি মেলে কি না।'

'যদিও কোনো নিশ্চয়তা নেই যে এই বিরতিটুকুতেই কাজ হয়ে যাবে। তবে আমরা খুবই আশাবাদী যে, আরও লম্বা সময় আমাদের সঙ্গে তার থাকার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে এই বিশ্রামে।' - আরও যোগ করেন কিউই কোচ।

আফ্রিকান নেশন্স কাপের

ফাইনালে নাইজেরিয়া

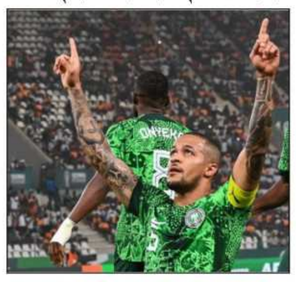

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২৬ বছরের খরা ঘুচিয়ে ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন পূরণ হলো না দক্ষিণ আফ্রিকার। পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে দলটি ঘুরে দাঁড়ালেও টাইব্রেকারে পেরে উঠল না। তাদেরকে হারিয়ে আফ্রিকান নেশন্স কাপের ফাইনালে জায়গা করে নিল নাইজেরিয়া। কোত দি ভোয়ার বুয়াকেতে ০৭ ফেব্রুয়ারি প্রথম সেমিফাইনালের নির্ধারিত সময় ১-১ ড্রয়ে শেষ হয়। অতিরিক্ত ৩০ মিনিটেও স্কোরলাইনে পরিবর্তন আসেনি। শেষে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে জিতে শিরোপার মঞ্চে ওঠে 'সুপার ঈগলস' নামে পরিচিত দলটি। নির্ধারিত সময়ের দুইটি গোলই হয়েছে পেনাল্টি থেকে। উইলিয়াম ট্রোস্ট-একং প্রথমে তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের এগিয়ে নেন। পরে একেবারে শেষ দিকে টেবোনো মোকোয়েনার গোলে সমতায় ফেরে ১৯৯৬ সালে নিজেদের একমাত্র শিরোপাটি জেতা দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯৯৮ সালে সবশেষ ফাইনালে উঠেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। আর এবারের আগে তারা সবশেষ সেমি-ফাইনাল খেলেছিল ২০০০ সালের আসরে। সেবার এই নাইজেরিয়ার বিপক্ষে হেরে বিদায় নিয়েছিল তারা। সেই হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেয়েও পারল না তারা। প্রথমার্ধের সেরা সুযোগটি পায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ডি-বক্সের বাইরে বল পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় জোরাল শট নেন ফরোয়ার্ড এভিডেন্স মাকগোপা। ঝাঁপিয়ে কোনোমতে এক হাত দিয়ে জাল অক্ষত রাখেন গোলরক্ষক। বিরতির পরও সমানতালে চলতে থাকে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ। প্রথম এক ঘণ্টায় গোলের উদ্দেশে দুই দলই সমান ছয়টি করে শট নেয়, তার মধ্যে তিনটি করে ছিল লক্ষ্যে। কিন্তু ডেডলক আর ভাঙে না। অবশেষে ৬৭তম মিনিটে দেখা মেলে গোলের। বিরতির আগে ও পরে একাধিক সুযোগ নষ্ট করা ভিক্টো ওসিমেন বল পায়ে দারুণভাবে তিন ডিফেন্ডারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যান। ডি-বক্সে ডিফেন্ডার মোথোবি এমভালা তাকে ফেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। সফল স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন নাইজেরিয়া অধিনায়ক ট্রোস্ট-একং। নির্ধারিত সময়ের তখন আর কয়েক মিনিট বাকি। লড়াই নাটকীয় রূপ নেয়। প্রতিপক্ষের একটি আক্রমণে রুখে দিয়ে প্রতি-আক্রমণ শানিয়ে জালে বল পাঠান ওসিমেন। তবে মুহূর্তেই তাদের উল্লাস থেমে যায়। নাইজেরিয়ার পাল্টা আক্রমণের শুরুতে তাদের ডি-বক্সে ফরোয়ার্ড পার্সি তাউ ফাউলের শিকার হওয়ার পেনাল্টির আবেদন করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভিএআরের সাহায্যে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পট কিকে বল জালে পাঠিয়ে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নেন দক্ষিণ আফ্রিকার মিডফিল্ডার টেবোনো মোকোয়েনা। অতিরিক্ত সময়ের ২৫তম মিনিটে নিজেদের ডি-বক্সের ঠিক বাইরে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন দক্ষিণ আফ্রিকার মিডফিল্ডার গ্র্যান্ট কেকানা। তবে প্রতিপক্ষ শিবিরের চেয়ে এক জন বেশি নিয়ে খেলার সুবিধা কাজে লাগাতে পারেনি নাইজেরিয়া। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে, যেখানে নায়ক নাইজেরিয়ার গোলরক্ষক স্ট্যানলি ওয়াবালি। প্রতিপক্ষের দুটি শট ঠেকিয়ে দেন তিনি। আর দলের শেষ শটে লেস্টার সিটি ফরোয়ার্ড কেলেচি ইহেনাচো বল জালে পাঠাতেই উল্লাসে ফেটে পড়ে সবশেষ ২০১৩ সালে শিরোপা জয়ীরা।

মেসি খেললেন, তবুও জাপানি ক্লাবের কাছে হার মায়ামির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : জাপানের ক্লাব ভিসেল কোবের বিপক্ষে ৭ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামেন মেসি। তবে ভাঙতে পারেননি গোলশূন্য ড্রয়ের অচলবস্থা। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে কেউ গোল না পাওয়ায় টাইব্রেকারে গড়ায় ম্যাচ। সেখানে ভিসেল কোবে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে দেয় মায়ামিকে। অবশ্য পেনাল্টি শ্যুটআউটে অংশ নেননি মেসি।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকে খেলেছিলেন সার্জিও বুসকেটস, জর্ডি আলবা ও লুইস সুয়ারেজ। অবশ্য বুসকেটস প্রথমার্ধের মাঝামাঝিতে ইনজুরিতে পড়ে মাঠ ছাড়েন। দ্বিতীয়ার্ধে ৬০ মিনিটের মাথায় মাঠে নামেন মেসি। সুয়ারেজের সঙ্গে বেশ কয়েকটি আক্রমণ শানান। ৮০ মিনিটের মাথায় দুই-দুইবার গোলপোস্টে শট নিয়েছিলেন মেসি। কিন্তু সেটি রুখে দেন গোলরক্ষক। যোগ করা সময়ে তার নেওয়া গোলমুখের একটি শট কর্নারের বিনিময়ে বাঁচায় ভিসেল কোবে।

অবশ্য পুরো ম্যাচে মায়ামি যতগুলো সুযোগ তৈরি করেছে তার চেয়ে বেশি তৈরি করেছিল ভিসেল কোবে। কিন্তু তার কোনোটি থেকেই তারা গোল আদায় করে নিতে পারেনি। তবে ঘরের মাঠের দর্শকদের হতাশ করেনি তারা। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে মেসি-সুয়ারেজদের হারিয়ে উল্লাসে মাতান মাঠ ভর্তি দর্শকদের।

মৌসুমপূর্ব প্রস্তুতি ম্যাচে এটা ছিল মায়ামির পঞ্চম হার। ১৬ ফেব্রুয়ারি তারা আর্জেন্টিনার ক্লাব নিওয়েল্স ওল্ড বয়েজের বিপক্ষে আরও একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে।

আবার অধিনায়ক হচ্ছেন বাবর?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী তিন বছরের জন্য পাকিস্তান ক্রিকেটে নতুন চেয়ারম্যান হয়ে এসেছেন মহসিন নকভি। গুঞ্জন রয়েছে, নাকভির অধীনে আরও একবার অধিনায়কত্বের দায়িত্ব বুঝে পাবেন বাবর আজম। যদিও মাত্র তিন মাস আগেই এই দায়িত্ব থেকে সরে এসেছিলেন বাবর। বিশ্বকাপের পর নানামুখী সমালোচনার চাপে নিজ থেকেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাবর আজম। এমন এক সিদ্ধান্তের পেছনে অবশ্য পিসিবির সেই সময়ের প্রধান জাকা আশরাফের প্রভাবও ছিল স্পষ্ট। বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের অধিনায়ক হয়েছেন শাহিন আফ্রিদি। আর টেস্টে অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলেন শান মাসুদ। তবে ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত নেই কোনো অধিনায়ক। যদিও গুঞ্জন বলছে, অধিনায়ক হলে বাবর মূলত তিন ফরম্যাটেই অধিনায়ক হবেন। পাকিস্তান অবজারভার, সামা টিভিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম পিসিবির অভ্যন্তরীণ সূত্রের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছে, পিসিবির নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বাবরকে আবারও নেতৃত্বে ফেরানোর কথা ভাবছেন। ২৯ বছর বয়সী বাবর পাকিস্তানের অধিনায়ক হয়েছিলেন ২০১৯ সালে। সেবার সীমিত ওভারের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। পরের বছর দায়িত্ব পান টেস্টেও। জনপ্রিয়তার দিক থেকে ওপরে উঠলেও বাবর নেতৃত্বের দিক থেকে বড় কোনো সাফল্য পাননি। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনাল খেলা এবং গত বছর ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে ওঠাই পাকিস্তানের সর্বোচ্চ অর্জন। অবশ্য বাবরকে বাদ দিয়েও পাকিস্তান ক্রিকেটে রাতারাতি কোনো সাফল্য আসেনি। বাবর অধিনায়কত্ব ছাড়ার পর দুটি সিরিজ খেলেছে পাকিস্তান। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ হেরেছে ৩-০ ব্যবধানে, আর নিউজিল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হার ৪-১ ব্যবধানে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR